দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৩-APR-৯৭
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮ ... .

220

তাহারাই ভাগ্যবান কলেজ শিক্ষক!

আনোয়ার আলদীন ॥ কয়েক বৎসর পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারী কলেজের শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে বিধি প্রবর্তন করিলেও তাহা কার্যকরা করা সম্ভব হয় নাই। এই বিধি অনুযায়ী ঢাকায় কর্মরত একজন শিক্ষককে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা ত্যাগ করার কথা। কিন্তু প্রভাবশালী শিক্ষকরা তদ্বিরের জোরে পদোন্নতি ও ঢাকায় একই সঙ্গে দুই পোষ্টিং পাইতেছেন। যাহাদের তদ্বির করার সুযোগ নাই তাহারা পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা ত্যাগ

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভাগ্যবান কলেজ শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করিতেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, নগরীর একই কলেজে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন চাকুরী করার ফলে সেই স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য, কোচিং সেন্টারের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের (দিবা) এক অধ্যাপক দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ এক নাগাড়ে এই কলেজে চাকুরী করিয়া গত ৩১শে মার্চ এলপিআর-এ গিয়াছেন। তাহার সুদীর্ঘ জীবনে একদিনও ঢাকার বাহিরে যাইতে হয় নাই। ঢাকা কলেজের একজন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এই কলেজে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর এক নাগাড়ে চাকুরী করিয়া গত বৎসরের ৩০শে ডিসেম্বর এলপিআরএ গিয়াছেন। ৩৫ বৎসর পূর্বে ঢাকা কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে তিনি প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। এই কলেজে তিনি ৪ দফা পদোন্নতি লাভ করেন। ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা এবং বিভাগীয় প্রধান এক নাগাড়ে ৩৪ বৎসর যাবৎ ঢাকায় চাকুরী করিতেছেন। তিনি ইডেন কলেজ, তিতুমীর কলেজেও চাকুরী করিয়াছেন। তিনি একজন সচিবের পত্নী। তিতুমীর কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ৩৪ বৎসর যাবৎ ঢাকায় চাকুরী করিতেছেন। '৯২ সালে তাহাকে একবার চাঁদপুর সরকারী কলেজে বদলি করা হইলেও সেই বদলি আদেশ তদ্বিরের জোরে দ্রুত বাতিল হয়।

নগরীর ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের যাহারা একবার প্রভাষক হিসাবে চাকুরী শুরু করিতে পারেন তাহাদের ঢাকা হইতে বদলি করার ঘটনা বিরল। খোঁজ নিয়া জানা গিয়াছে, জগন্নাথ কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের (নৈশ) এক সহকারী অধ্যাপক ৩১ বৎসর যাবৎ ঢাকায় চাকুরী করিতেছেন। এই চাকুরীর সুবাদে নিজের চেষ্টায় তিনি পুরাতন ঢাকার কাটরায় একটি ময়দার কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহা নিয়াই তিনি ব্যস্ত। জগন্নাথ কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের (নৈশ) এক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদপুর ও মীরপুরে পরিত্যক্ত জমি কেনা-বেচার দালালি করেন। অন্য এক অধ্যাপকের রহিয়াছে বংশালে সেনিটারী ওয়্যারের দোকান। এই শিক্ষকরা শিক্ষকতার চাইতে ব্যবসা-বাণিজ্যেই বেশী মনোযোগ দিতে পছন্দ করেন।